

সমাস

- **সমাস** : সমাস শব্দের আভিধানিক অর্থ সংক্ষেপ বা মিলন। তবে ব্যাকরণের পরিভাষায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন : সপ্তাহ (সপ্ত, অহ), নীলাকাশ (নীল, আকাশ), মোহনিদ্রা (মোহ, নিদ্রা), রান্নাঘর (রান্না, ঘর) বহুব্রীহি (বহু, ব্রীহি) ইত্যাদি।
- **সমাসের প্রয়োজনীয়তা** : সমাস বাংলা ব্যাকরণ তথা বাংলা ভাষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। সমাসের আভিধানিক অর্থ সংক্ষেপ বা মিলন। এই অর্থের সাথে সংগতি রেখেই সমাস দুই বা ততোধিক পদকে একত্রিত করে তার সংক্ষেপণ ঘটায়। এই পদ সংক্ষেপণের ফলে ‘সিংহ চিহ্নিত আসন’ এর পরিবর্তে ‘সিংহাসন’ লিখলেই চলে। এভাবে পদ সংক্ষেপণের ফলে বাক্যের আকার ছোট হয়ে আসে। অল্প কথায় বেশি বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এতে ভাব বিনিময়ও সহজ হয়। সমাস পদ সংকোচনের মাধ্যমে পদকে শ্রুতিমধুর ও সহজবোধ্য করতেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। সমাস বাক্যকে জটিলতামুক্ত করে এতে গতিশীলতা আনে। সমাসের কারণে বাক্যের শ্রীবৃদ্ধি পায়। ভাষাকে অলঙ্কৃত করার ক্ষেত্রেও সমাসের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। সর্বোপরি নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সমাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, সমাস বাংলা ব্যাকরণ তথা বাংলা ভাষার একটি অপরিহার্য উপাদান।
- **উদাহরণসহ সংজ্ঞা** : সমস্তপদ, সমস্যমানপদ, পূর্বপদ, পরপদ, উপমান পদ, উপমেয় পদ, ব্যাসবাক্য।
- **সমস্তপদ** : দুই বা ততোধিক পদের মিলনে যে নতুন পদ গঠিত হয়, সেই পদকে সমস্তপদ বলে। যেমন : উপলখণ্ড, নবযৌবন, জনমানব, মোহনিদ্রা, অনাশ্রিত ইত্যাদি।
- **সমস্যমানপদ** : যেসব পদের মিলনে সমস্তপদ গঠিত হয়, সেসব পদের প্রত্যেকটিকেই পৃথকভাবে সমস্যমানপদ বলে। যেমন : উপল/ খণ্ড (উপলখণ্ড), নব / যৌবন (নবযৌবন), জন / মানব (জনমানব), মোহ / নিদ্রা (মোহনিদ্রা), নয় / আশ্রিত (অনাশ্রিত) ইত্যাদি।
- **পূর্বপদ** : সমস্তপদের প্রথম পদকে পূর্বপদ বলে। যেমন : উপল (উপলখণ্ড), নব (নবযৌবন), জন (জনমানব), মোহ (মোহনিদ্রা), নয় (অনাশ্রিত) ইত্যাদি।
- **পরপদ** : সমস্তপদের শেষ পদকে পরপদ বা উত্তরপদ বলে। যেমন : খণ্ড (উপলখণ্ড), যৌবন (নবযৌবন), মানব (জনমানব), নিদ্রা (মোহনিদ্রা), আশ্রিত (অনাশ্রিত) ইত্যাদি।
- **উপমান পদ** : যে পদের সাথে অন্য কোনো পদের তুলনা করা হয় তাকে উপমান পদ বলে। যেমন : চাঁদ (চাঁদমুখ), ওল (ওলকপি), সিংহ (সিংহপুরুষ) ইত্যাদি। উপমান পদ সাধারণত পরোক্ষ পদ রূপে বিবেচিত হয়।
- **উপমেয় পদ** : যে পদকে অন্য কোনো পদের সাথে তুলনা করা হয় তাকে উপমেয় পদ বলে। যেমন : যেমন : মুখ (চাঁদমুখ), কপি (ওলকপি), পুরুষ (সিংহপুরুষ) ইত্যাদি। উপমেয় পদ সাধারণত প্রত্যক্ষ পদ রূপে বিবেচিত হয়।
- **ব্যাসবাক্য** : সমস্যমান পদসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে কিংবা সমস্তপদকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার জন্য যে বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়, তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য বলে। যেমন : নব যে যৌবন (নবযৌবন), উপলের খণ্ড (উপলখণ্ড), জন ও মানব (জনমানব), মোহ রূপ নিদ্রা (মোহনিদ্রা), নয় আশ্রিত (অনাশ্রিত) ইত্যাদি।

□ সমাসের প্রকারভেদ : সমাস সাধারণত ছয় প্রকার। যথা—

১. দ্বন্দ্ব সমাস : প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রাধান্য বজায় রেখে সমবিভক্তিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের মিলনে যে সমাস হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন – জনমানব, গাছপালা, আজকাল ইত্যাদি।
২. দ্বিগু সমাস : পরপদের অর্থ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের মিলনে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন : চৌরাস্তা, অষ্টধাতু, পঞ্চদশ, সপ্তাহ ইত্যাদি।
৩. কর্মধারয় সমাস : পরপদের অর্থ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের মিলনে যে সমাস হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : নীলাকাশ, রাজর্ষি, ওলকপি, মনমাঝি ইত্যাদি।
৪. তৎপুরুষ সমাস : পরপদের অর্থ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যাসবাক্যে পূর্বপদের সাথে সংযুক্ত দ্বিতীয়াদি (২য়া–৭মী) বিভক্তি লুপ্ত হয়ে যে সমাস গঠিত হয়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : রান্নাঘর, মেঘলুপ্ত, রাজদণ্ড, গাছপাকা ইত্যাদি।
৫. অব্যয়ীভাব সমাস : পূর্বপদে অব্যয় যোগে এবং অব্যয়েরই অর্থ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে যে সমাস গঠিত হয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন : হাভাত, বেহায়া, উদ্বেল, উপজেলা, উপবন ইত্যাদি।
৬. বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসের সমস্তপদ দ্বারা সমস্যমান পদসমূহের কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে ভিন্ন কোনো অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : বহুব্রীহি, হাসাহাসি, দশানন, বীণাপাণি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ব্যাকরণের জনক হিসেবে খ্যাত ‘পাণিনি’ দ্বিগু ও কর্মধারয় সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত ধরে সমাসকে মোট চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে দ্বিগু, কর্মধারয় ও তৎপুরুষকে পরপদের অর্থপ্রধান সমাস, অব্যয়ীভাবকে পূর্বপদের অর্থপ্রধান সমাস, দ্বন্দ্বকে উভয় পদের অর্থপ্রধান সমাস এবং বহুব্রীহিকে তৃতীয় পদের অর্থপ্রধান সমাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সমাসকে বিভক্ত করেছেন তিন ভাগে। তাঁর মতে সমাসের এই তিনটি বিভাগ হলো—

এক. সংযোগমূলক সমাস (দ্বন্দ্ব)

দুই. বর্ণনামূলক সমাস (বহুব্রীহি) এবং

তিন. ব্যাখ্যামূলক সমাস (দ্বিগু, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও অব্যয়ীভাব)।

তবে এসবের মধ্যে প্রথমোক্ত বিভাজনটিই (ছয় ভাগ) আমাদের পাঠ্যবিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

□ উদাহরণসহ সংজ্ঞা : অলুক দ্বন্দ্ব, অলুক তৎপুরুষ, অলুক বহুব্রীহি।

অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্যমান পদসমূহের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লুপ্ত হয় না, তাকেই অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : জলেস্থলে, গ্রামেগঞ্জে, শহরেবন্দরে ইত্যাদি।

অলুক তৎপুরুষ : সাধারণত পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লুপ্ত হয়ে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হলেও কোন কোন তৎপুরুষ সমাসে এই বিভক্তি লুপ্ত হয় না। সমস্তপদে এই বিভক্তি লুপ্ত না হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয়, তাকেই অলুক তৎপুরুষ বলে। যেমন : ঘিয়েভাজা, কলেরগান, কলেহাঁটা ইত্যাদি।

অলুক বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লুপ্ত হয় না, তাকেই অলুক বহুব্রীহি বলে। যেমন : গায়েপড়া, মাথায়পাগড়ি, গলায়গামছা ইত্যাদি।

□ উদাহরণসহ সংজ্ঞা : নঞ তৎপুরুষ, নঞ বহুব্রীহি।

নঞ তৎপুরুষ : পূর্বপদে নঞ অব্যয় (না বোধক অব্যয়) যোগ করে যে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : অসুর, অকাতর, অকেজো ইত্যাদি।

নঞ বহুব্রীহি : পূর্বপদে নঞ অব্যয় (না বোধক অব্যয়) এবং পরপদে বিশেষ্য মিলে যে বহুব্রীহি সমাস গঠিত হয়, তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : অজ্ঞান, নির্বোধ, বেহুঁশ ইত্যাদি।

□ উদাহরণসহ সংজ্ঞা : উপপদ তৎপুরুষ সমাস, নিত্য সমাস, প্রাদি সমাস ।

উপপদ তৎপুরুষ : কৃদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদকেই বলা হয় উপপদ । এই উপপদের সাথে কৃদন্তপদের মিলনে যে সমাস হয়, তাকেই উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে । যেমন : পঙ্কজ, জলজ, পকেটমার ইত্যাদি ।

নিত্য সমাস : যে সমাসের সমস্যমান পদগুলো সমার্থক শব্দের সহায়তায় সবসময় একত্রে অবস্থান করে এবং যার সমস্তপদকে বিশ্লেষণের জন্য অতিরিক্ত কোনো পদের প্রয়োজন হয় না, তাকেই নিত্য সমাস বলে ।

যেমন : গ্রামান্তর, দেশান্তর, কালান্তর, দর্শনমাত্র ইত্যাদি ।

প্রাদি সমাস : পূর্বপদে প্রাদি উপসর্গ (প্র, পরি, অনু ইত্যাদি) যোগে যে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয়, তাকে প্রাদি সমাস বলে । যেমন : প্রবচন, প্রভাত, প্রভাব, প্রগতি, পরিভ্রমণ, পরিক্রমণ, অনুতাপ ইত্যাদি ।

□ উদাহরণসহ সংজ্ঞা : ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, ব্যতিহার বহুব্রীহি, মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ।

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্ব বা পরপদের কোনোটিই বিশেষণ নয়, কিংবা পরপদ বিশেষণ হলেও তা যদি ক্রিয়াচক বা কৃদন্ত বিশেষণ হয়, তবে সেই বহুব্রীহি সমাসকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে ।
যেমন : আশীবিষ, কানকাটা, পাচাটা ইত্যাদি ।

ব্যতিহার বহুব্রীহি : বহুব্রীহি সমাসের যে সমস্ত পদ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একই ধরনের কাজ বুঝায়, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে । যেমন : হাতাহাতি, কানাকানি, গলাগলি ইত্যাদি ।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশবিশেষ লুপ্ত হয়ে যে বহুব্রীহি সমাস গঠিত হয়, তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলে । যেমন : হাতেখড়ি, গায়েহলুদ, বিড়ালাক্ষী ইত্যাদি ।

□ উদাহরণসহ সংজ্ঞা : মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয় ।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত বাক্যাংশের মধ্যবর্তী পদসমূহ লুপ্ত হয়ে যে কর্মধারয় সমাস গঠিত হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে । যেমন : চালকুমড়া, সিংহাসন, পলান্ন ইত্যাদি ।

উপমান কর্মধারয় : উপমেয় পদের উল্লেখ না করে সাধারণ গুণ বা ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের মিলনে যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে । এই সমাসের সমস্তপদ ও ব্যাসবাক্যে উপমান পদটি সাধারণত পূর্বে বসে । যেমন : ভ্রমরকৃষ্ণ (ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ), তুষারশুভ্র (তুষারের ন্যায় শুভ্র), কুসুমকোমল (কুসুমের ন্যায় কোমল), অরুণরাঙা (অরুণের ন্যায় রাঙা), মিশকালো (মিশির ন্যায় কালো), সিঁদুররাঙা (সিঁদুরের ন্যায় রাঙা) ইত্যাদি ।

উপমিত কর্মধারয় : সাধারণ গুণ বা ধর্মবাচক পদ উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের মিলনে যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে । এই সমাসের সমস্তপদে উপমেয় পদটি আগে বা পরে বসলেও ব্যাসবাক্যে তা পূর্বে বসে । যেমন : ওলকপি (কপি ওলের ন্যায়), করপল্লব (কর পল্লবের ন্যায়), বাহুলতা (বাহু লতার ন্যায়), চাঁদমুখ (মুখ চাঁদের ন্যায়), সিংহপুরুষ (পুরুষ সিংহের ন্যায়) ইত্যাদি ।

রূপক কর্মধারয় : উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভিন্নতা কল্পনা করে যে সমাস গঠিত হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে । উল্লেখ্য, উভয় পদের এই অভিন্নতা বাস্তব মনে হলেও তা বাস্তব নয়, শুধুই কল্পনা ।
যেমন: মনমাঝি, ক্রোধানল, প্রাণপাখি ইত্যাদি ।

✓ উপমান কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে উপমান পদটি সাধারণত পূর্বে এবং ন্যায় শব্দটি মধ্যে বসে ।

✓ উপমিত কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে উপমেয় পদটি সাধারণত পূর্বে এবং ন্যায় শব্দটি শেষে বসে ।

✓ ১টি বস্তু (বিশেষ্য) + ১টি গুণ/ ধর্ম/ বৈশিষ্ট্য (বিশেষণ) = উপমান কর্মধারয় । [অন্য পদের মুখাপেক্ষী]

✓ ১টি বস্তু (বিশেষ্য) + ১টি বস্তু (বিশেষ্য) = উপমিত কর্মধারয় । [স্বয়ংসম্পূর্ণ]

☑ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়

ক্রমিক	সমস্তপদ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
১.	অকাতর	নয় কাতর	নঞ তৎপুরুষ সমাস
২.	অকালপক্ব	অকালে পক্ব	৭মী তৎপুরুষ সমাস
৩.	অকেজো	নয় কেজো / কর্মক্ষম	নঞ তৎপুরুষ সমাস
৪.	অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ তৎপুরুষ সমাস
৫.	অগ্ন্যুৎপাত	অগ্নির উৎপাত	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৬.	অগ্রজ	অগ্রে জন্মে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
৭.	অঙ্গুলিসঙ্কেত	অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
৮.	অজ্ঞান	ন (নেই) জ্ঞান যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
৯.	অতিমাত্র	মাত্রাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস
১০.	অতিথিসৎকার	অতিথির সৎকার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
১১.	অত্যাচার-অবিচার	অত্যাচার ও অবিচার	দ্বন্দ্ব সমাস
১২.	অনসূয়া	নেই অসূয়া যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
১৩.	অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ তৎপুরুষ সমাস
১৪.	অন্নচিন্তা	অন্ন যোগাড়ের চিন্তা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
১৫.	অনন্ত যৌবনা	অনন্ত যৌবন যার	বহুব্রীহি সমাস
১৬.	অনাচার	নয় আচার	নঞ তৎপুরুষ সমাস
১৭.	অনাদর	ন আদর	নঞ তৎপুরুষ সমাস
১৮.	অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত	নঞ তৎপুরুষ সমাস
১৯.	অনুগমন	অনুতে / পশ্চাতে গমন	অব্যয়ীভাব সমাস
২০.	অনুতাপ	অনুতে যে তাপ	প্রাদি সমাস
২১.	অনেক	নয় এক	নঞ তৎপুরুষ সমাস
২২.	অন্তর্দ্বন্দ্ব	অন্তরের দ্বন্দ্ব	৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৩.	অবুঝ	নেই বুঝ যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
২৪.	অভাব	ন ভাব	নঞ তৎপুরুষ সমাস
২৫.	অবিশ্বাস্য	নয় বিশ্বাস্য	নঞ তৎপুরুষ সমাস
২৬.	অমানুষ	নয় মানুষ	নঞ তৎপুরুষ সমাস
২৭.	অল্পপ্রাণ	অল্প প্রাণ যার	বহুব্রীহি সমাস
২৮.	অসত্য	নয় সত্য	নঞ তৎপুরুষ সমাস

২৯.	অসুর	নয় সুর	নএঃ তৎপুরুষ সমাস
৩০.	অষ্টধাতু	অষ্ট ধাতুর সমাহার	দ্বিগু সমাস
৩১.	অস্থির	নয় স্থির	নএঃ তৎপুরুষ সমাস
৩২.	অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব সমাস
৩৩.	আজকাল	আজ ও কাল	দ্বন্দ্ব সমাস
৩৪.	আত্মরক্ষা	আত্মকে রক্ষা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
৩৫.	আদ্যোপান্ত	আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস
৩৬.	আনত	ঈষৎ নত	অব্যয়ীভাব সমাস
৩৭.	আপাদমন্তক	পা থেকে মন্তক/মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস
৩৮.	আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
৩৯.	আমরা	তুমি, আমি ও সে	দ্বন্দ্ব সমাস
৪০.	আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি সমাস
৪১.	আশ্রয়চ্যুত	আশ্রয় হতে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
৪২.	আসমুদ্র	সমুদ্র পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব সমাস
৪৩.	আয়কর	আয়ের জন্য কর	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
৪৪.	উচ্ছৃঙ্খল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস
৪৫.	উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব সমাস
৪৬.	উপকর্ষ	কর্ষের সমীপে	অব্যয়ীভাব সমাস
৪৭.	উপকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব সমাস
৪৮.	উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস
৪৯.	উপদ্বীপ	দ্বীপের সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস
৫০.	উপলখণ্ড	উপলের খণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৫১.	উপবন	বনের সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস
৫২.	উপশহর	শহরের সদৃশ	অব্যয়ীভাব সমাস
৫৩.	একরোখা	একদিকে রোখ যার	বহুব্রীহি সমাস
৫৪.	একোন	এক দ্বারা উন	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
৫৫.	ওলকপি	কপি ওলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস
৫৬.	কচুকাটা	কচুর মত কাটা	কর্মধারয় সমাস
	কন্যাদান	কন্যাকে দান	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
৫৮.	কবিগুরু	কবিদের গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৫৯.	করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস

৬০.	কলেছাঁটা	কলে ছাঁটা	অলুক তৎপুরুষ সমাস
৬১.	কলেরগান	কলের গান	অলুক তৎপুরুষ সমাস
৬২.	কাগজকলম	কাগজ ও কলম	দ্বন্দ্ব সমাস
৬৩.	কাজলকালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয় সমাস
৬৪.	কাঠফাটা	কাঠ ফাটায় যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
৬৫.	কানাকানি	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
৬৬.	কানেখাটো	কানে খাটো যে	অলুক বহুব্রীহি সমাস
৬৭.	কালান্তর	অন্য কাল	নিত্য সমাস
৬৮.	কুসুমকোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয় সমাস
৬৯.	কুপমণ্ডুক	কুপের মণ্ডুক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৭০.	কৃতবিদ্য	কৃত বিদ্যা যার	বহুব্রীহি সমাস
৭১.	কেটেছিঁড়ে	কেটে ও ছিঁড়ে	দ্বন্দ্ব সমাস
৭২.	কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
৭৩.	ক্রোধানল	ক্রোধ রূপ অনল	রূপক কর্মধারয় সমাস
৭৪.	ক্ষীণজীবী	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
৭৫.	ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল	রূপক কর্মধারয় সমাস
৭৬.	খেয়াঘাট	খেয়ার নিমিত্ত ঘাট	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
৭৭.	খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৭৮.	গণ্যমান্য	যিনি গণ্য তিনিই মান্য	কর্মধারয় সমাস
৭৯.	গণতন্ত্র	গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
৮০.	গরমিল	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস
৮১.	গলাগলি	গলায় গলায় যে ভাব	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
৮২.	গলায়গামছা	গলায় গামছা যার	অলুক বহুব্রীহি সমাস
৮৩.	গল্লপ্রেমিক	গল্লের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৮৪.	গাছপাকা	গাছে পাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
৮৫.	গাছপালা	গাছ ও পালা	দ্বন্দ্ব সমাস
৮৬.	গায়েগতরে	গায়ে ও গতরে	অলুক দ্বন্দ্ব সমাস
৮৭.	গায়েপড়া	গায়ে পড়া স্বভাব যার	অলুক বহুব্রীহি সমাস
৮৮.	গায়েপড়া	গায়ে পড়া	অলুক তৎপুরুষ সমাস
৮৯.	গায়ে হলুদ	গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস
৯০.	গিনিমা	যিনি গিনি তিনিই মা	কর্মধারয় সমাস

৯১.	গুরুভক্তি	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
৯২.	গুরুশিষ্য	গুরু ও শিষ্য	দ্বন্দ্ব সমাস
৯৩.	গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস
৯৪.	গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৯৫.	গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
৯৬.	গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য সমাস
৯৭.	গ্রামেগঞ্জে	গ্রামে ও গঞ্জে	অলুক দ্বন্দ্ব সমাস
৯৮.	ঘিয়েভাজা	ঘিয়ে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ সমাস
৯৯.	ঘোলাটে	ঈষৎ ঘোলা	অব্যয়ীভাব সমাস
১০০.	চতুর্দশপদী	চতুর্দশ পদের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১০১.	চন্দ্রচূড়	চূড়ায় চন্দ্র যার	বহুব্রীহি সমাস
১০২.	চন্দ্রমুখ	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস
১০৩.	চন্দ্রমুখী	চন্দ্রের ন্যায় মুখ যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস
১০৪.	চাবাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
১০৫.	চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
১০৬.	চুলাচুলি	চুলে চুলে ধরে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
১০৭.	চৌমুহনী	চৌ/ চার মোহনার সমাহার	দ্বিগু সমাস
১০৮.	চৌরাস্তা	চার রাস্তার সমাহার	দ্বিগু সমাস
১০৯.	ছাপোষা	ছা পোষে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
১১০.	ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
১১১.	ছেলেধরা	ছেলে ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
১১২.	জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব সমাস
১১৩.	জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
১১৪.	জবাকুসুমসঙ্কাশ	জবা কুসুমের সঙ্কাশ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
১১৫.	জলচর	জলে চরে যা	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
১১৬.	জলজ	জলে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
১১৭.	জলসেচন	জল দ্বারা সেচন	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
১১৮.	জলেস্থলে	জলে ও স্থলে	অলুক দ্বন্দ্ব সমাস
১১৯.	জয়মুকুট	জয় সূচক মুকুট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
১২০.	জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
১২১.	জীবনআবেগ	জীবনের আবেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

১২২.	জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয় সমাস
১২৩.	জীবনবীমা	জীবনের জন্য বীমা	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
১২৪.	জীবনসঞ্চর	জীবনের সঞ্চর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
১২৫.	জুয়াখেলা	জুয়া নামের যে খেলা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
১২৬.	জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
১২৭.	জ্ঞানবৃক্ষ	জ্ঞান রূপ বৃক্ষ	রূপক কর্মধারয় সমাস
১২৮.	ঝরণাধারা	ঝরণার ধারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
১২৯.	তন্মাত্র	সেই মাত্র/কেবল মাত্র	অব্যয়ীভাব সমাস
১৩০.	তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
১৩১.	তরলতা	তরু ও লতা	দ্বন্দ্ব সমাস
১৩২.	তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার	বহুব্রীহি সমাস
১৩৩.	তিমিরবিদারী	তিমির বিদীর্ণ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
১৩৪.	তুষারশীতল	তুষারের ন্যায় শীতল	উপমান কর্মধারয় সমাস
১৩৫.	তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	উপমান কর্মধারয় সমাস
১৩৬.	তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৩৭.	তেপায়া	তে (তিন) পায়া যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস
১৩৮.	ত্রিপদী	ত্রি/ তিন পদের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৩৯.	ত্রিফলা	ত্রি (তিন) ফলের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৪০.	ত্রিভুজ	ত্রি ভুজের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৪১.	ত্রিরত্ন	ত্রি/ তিন রত্নের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৪২.	ত্রিলোক	ত্রি (তিন) লোকের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৪৩.	দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
১৪৪.	দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন	নিত্য সমাস
১৪৫.	দম্পতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব সমাস
১৪৬.	দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি সমাস
১৪৭.	দাকুমড়া	দা ও কুমড়া	দ্বন্দ্ব সমাস
১৪৮.	দিলদরিয়া	দিল রূপ দরিয়া	রূপক কর্মধারয় সমাস
১৪৯.	দ্বীপান্তর	অন্য দ্বীপ	নিত্য সমাস
১৫০.	দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব সমাস
১৫১.	দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস
১৫২.	দেখাশোনা	দেখা ও শোনা	দ্বন্দ্ব সমাস

১৫৩.	দেনাপাওনা	দেনা ও পাওনা	দ্বন্দ্ব সমাস
১৫৪.	দেবদত্ত	দেব দ্বারা দত্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
১৫৫.	দেশপলাতক	দেশ হতে পলাতক	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
১৫৬.	দেশভঙ্গ	দেশকে ভঙ্গ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
১৫৭.	দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য সমাস
১৫৮.	দেশেবিদেশে	দেশে ও বিদেশে	অলুক দ্বন্দ্ব সমাস
১৫৯.	দোনলা	দুই নল যার	বহুব্রীহি সমাস
১৬০.	ধর্মকার্য	ধর্মের নিমিত্ত কার্য	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
১৬১.	ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
১৬২.	নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি সমাস
১৬৩.	নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয় সমাস
১৬৪.	নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয় সমাস
১৬৫.	নবরত্ন	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৬৬.	নবীনবরণ	নবীনকে বরণ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
১৬৭.	নাতিদীর্ঘ	নয় অতি দীর্ঘ	নঞ তৎপুরুষ সমাস
১৬৮.	নিরামিষ	আমিষের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস
১৬৯.	নিরর্থক	নেই অর্থ যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
১৭০.	নিরুপায়	নেই উপায় যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
১৭১.	নির্বোধ	নেই বোধ যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
১৭২.	নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি সমাস
১৭৩.	নীলনয়না	নীল নয়ন আছে যে রমণীর	বহুব্রীহি সমাস
১৭৪.	নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয় সমাস
১৭৫.	নীলাকাশ	নীল যে আকাশ	কর্মধারয় সমাস
১৭৬.	নামঞ্জুর	নয় মঞ্জুর	নঞ তৎপুরুষ সমাস
১৭৭.	খেয়ালখুশি	খেয়াল ও খুশি	দ্বন্দ্ব সমাস
১৭৮.	পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
১৭৯.	পদ্মনাভ	পদ্ম নাভিতে যার	বহুব্রীহি সমাস
১৮০.	পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
১৮১.	পঞ্চনদ	পঞ্চ নদের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৮২.	পঞ্চবটী	পঞ্চ বটের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৮৩.	পরাণপাখি	পরাণ রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয় সমাস

১৮৪.	পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
১৮৫.	পাঁচ ফোড়ন	পাঁচ ফোড়নের সমাহার	দ্বিগু সমাস
১৮৬.	পাঠ্যপুস্তক	পাঠ্য বিষয়ক পুস্তক	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
১৮৭.	পাষণস্তূপ	পাষণের স্তূপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
১৮৮.	পীতাম্বর	পীত অম্বর যার	বহুব্রীহি সমাস
১৮৯.	পুরুষসিংহ	পুরুষ যে সিংহ	কর্মধারয় সমাস
১৯০.	পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
১৯১.	পুষ্পাঞ্জলি	পুষ্পের অঞ্জলি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
১৯২.	পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
১৯৩.	প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	প্রাদি সমাস
১৯৪.	প্রতিক্ষণ	ক্ষণ ক্ষণ	অব্যয়ীভাব সমাস
১৯৫.	প্রতিদিন	দিন দিন	অব্যয়ীভাব সমাস
১৯৬.	প্রতিছবি	ছবির অনুরূপ	অব্যয়ীভাব সমাস
১৯৭.	প্রতিবাদ	বিরুদ্ধ বাদ	অব্যয়ীভাব সমাস
১৯৮.	প্রতিহিংসা	হিংসার প্রতিরূপ	অব্যয়ীভাব সমাস
১৯৯.	প্রপিতামহ	প্র যে পিতামহ	প্রাদি সমাস
২০০.	প্রবচন	প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি সমাস
২০১.	প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত	প্রাদি সমাস
২০২.	প্রভাব	প্র যে ভাব	প্রাদি সমাস
২০৩.	প্রাণচঞ্চল	প্রাণে চাঞ্চল্য	সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
২০৪.	প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২০৫.	প্রাণপাখি	প্রাণ রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয় সমাস
২০৬.	প্রাণবধ	প্রাণকে বধ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২০৭.	প্রিয়ত্বদা	প্রিয় কথা বলে যে (নারী)	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
২০৮.	ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস
২০৯.	বাস্পযান	বাস্প চালিত যান	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২১০.	বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস
২১১.	বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি সমাস
২১২.	বজ্রসম	বজ্রের সম	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২১৩.	বনমধ্যে	বনের মধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২১৪.	বনে-বাদাড়ে	বনে ও বাদাড়ে	দ্বন্দ্ব সমাস

২১৫.	বর্ণচোরা	নিজের বর্ণ চুরি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
২১৬.	বাকবিতণ্ডা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২১৭.	বাক্যান্তর	অন্য বাক্য	নিত্য সমাস
২১৮.	বাদবাকি	বাদের পরে যে বাকি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২১৯.	বাস্তুহারা	বাস্তু হত (হরণ করা) হয়েছে যার	বহুব্রীহি সমাস
২২০.	বাস্তুহারা	বাস্তু হারায় যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
২২১.	বাংলাদেশ	বাংলা নামের দেশ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২২২.	বিপত্নীক	বিগত হয়েছে পত্নী যার	বহুব্রীহি সমাস
২২৩.	বিপদাপন্ন	বিপদকে আপন্ন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২২৪.	বিপ্লব-অভিযান	বিপ্লবের নিমিত্ত অভিযান	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
২২৫.	বিমনা	বিগত হয়েছে মন যার	বহুব্রীহি সমাস
২২৬.	বিরানব্বই	দুই এবং নব্বই	নিত্য সমাস
২২৭.	বিশ্রী	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস
২২৮.	বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয় সমাস
২২৯.	বিস্ময়াপন্ন	বিস্ময়কে আপন্ন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৩০.	বিড়ালান্ধী	বিড়ালের ন্যায় অন্ধি যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস
২৩১.	বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	বহুব্রীহি সমাস
২৩২.	বেআইনী	নয় আইনী	নঞ তৎপুরুষ সমাস
২৩৩.	বেওয়ারিশ	বে (নেই) ওয়ারিশ যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
২৩৪.	বেগুনভাজা	ভাজা যে বেগুন	কর্মধারয় সমাস
২৩৫.	বেতার	বে (নেই) তার যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
২৩৬.	বেহায়া	বে (নেই) হায়া যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
২৩৭.	বেহিসাবি	বে (নয়) হিসাবি	নঞ তৎপুরুষ সমাস
২৩৮.	বেহুঁশ	নেই হুঁশ যার	নঞ বহুব্রীহি সমাস
২৩৯.	ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয় সমাস
২৪০.	ভারার্পণ	ভারকে অর্পণ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৪১.	ভুজবল	ভুজের বল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৪২.	মতামত	মত ও অমত	দ্বন্দ্ব সমাস
২৪৩.	মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৪৪.	মনমাঝি	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয় সমাস
২৪৫.	মনোহারিণী	মন হরণ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস

২৪৬.	মন্দভাগ্য	মন্দ যে ভাগ্য	কর্মধারয় সমাস
২৪৭.	মমতারস	মমতা রূপ রস	রূপক কর্মধারয় সমাস
২৪৮.	মরুৎকবি	মরুৎ কবি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৪৯.	মহাজন	মহান যে জন	কর্মধারয় সমাস
২৫০.	মহাপুরুষ	মহান যে পুরুষ	কর্মধারয় সমাস
২৫১.	মহাপৃথিবী	মহা যে পৃথিবী	কর্মধারয় সমাস
২৫২.	মাথাপিছু	প্রতি মাথা	নিত্য সমাস
২৫৩.	মাথায়পাগড়ি	মাথায় পাগড়ি যার	অলুক বহুব্রীহি সমাস
২৫৪.	মামাবাড়ি	মামার বাড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৫৫.	মার্তগুপ্রায়	প্রায় মার্তগু	নিত্য সমাস
২৫৬.	মিঠেকড়া	যা মিঠা তাই কড়া	কর্মধারয় সমাস
২৫৭.	মিশকালো	মিশির ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয় সমাস
২৫৮.	মুখদ্রষ্ট	মুখ থেকে দ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
২৫৯.	মূলাদাঁতী	মূলার মতো দাঁত যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস
২৬০.	মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
২৬১.	মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৬২.	মেঘমুক্ত	মেঘ হতে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
২৬৩.	মেনিমুখো	মেনির মতো মুখ যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস
২৬৪.	মৈত্রী সম্বন্ধ	মৈত্রীর সম্বন্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৬৫.	মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয় সমাস
২৬৬.	যখন তখন	যখন ও তখন	দ্বন্দ্ব সমাস
২৬৭.	যথাবিধি	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস
২৬৮.	যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস
২৬৯.	যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব সমাস
২৭০.	যুক্তিসঙ্গত	যুক্তি দ্বারা সঙ্গত	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৭১.	যুদ্ধ বিরতি	যুদ্ধের বিরতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৭২.	যুধিষ্ঠির	যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
২৭৩.	যৌবনবেগ	যৌবনের বেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৭৪.	যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয় সমাস
২৭৫.	রক্তকমল	কমল রক্তের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস
২৭৬.	রক্ত মাংস	রক্ত ও মাংস	দ্বন্দ্ব সমাস

২৭৭.	রক্তরক্তি	রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
২৭৮.	রক্তরক্তি	রক্তে রক্তে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
২৭৯.	রথচালন	রথকে চালন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৮০.	রথারোহণ	রথে আরোহণ	সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
২৮১.	রাজদণ্ড	রাজার দণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৮২.	রাজদণ্ড	রাজা কর্তৃক দণ্ড	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৮৩.	রাজনীতি	নীতির রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৮৪.	রাজপথ	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৮৫.	রাজহংস	হংসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৮৬.	রান্নাঘর	রান্নার ঘর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
২৮৭.	রেলগাড়ি	রেলে চালিত গাড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২৮৮.	লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
২৮৯.	লালফুল	লাল রঙের ফুল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২৯০.	লেন-দেন	লেন ও দেন	দ্বন্দ্ব সমাস
২৯১.	শতাব্দী	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু সমাস
২৯২.	শরনিষ্ক্ষেপ	শরকে নিষ্ক্ষেপ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৯৩.	শহরে-বন্দরে	শহরে ও বন্দরে	অলুক দ্বন্দ্ব সমাস
২৯৪.	শিক্ষানীতি	শিক্ষা বিষয়ক নীতি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২৯৫.	শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
২৯৬.	শ্বেতবসনা	শ্বেত বসন গায়ে যার	বহুব্রীহি সমাস
২৯৭.	শোকানল	শোক রূপ অনল	রূপক কর্মধারয় সমাস
২৯৮.	শোকাকর্ষ	শোক দ্বারা ঋত	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
২৯৯.	ষড়ভুজ	ষড় ভুজের সমাহার	দ্বিগু সমাস
৩০০.	সগোত্র	সমান গোত্র যার	বহুব্রীহি সমাস
৩০১.	সতীর্থ	সমান তীর্থ যার	বহুব্রীহি সমাস
৩০২.	সত্যবাদী	সত্য কথা বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ সমাস
৩০৩.	সদর্প	দর্পের সহিত বর্তমান	বহুব্রীহি সমাস
৩০৪.	সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যা কালের প্রদীপ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
৩০৫.	সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু সমাস
৩০৬.	সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস
৩০৭.	সঙ্গীক	ঙ্গীর সাথে বর্তমান যে	বহুব্রীহি সমাস

৩০৮.	সহকর্মী	সমান কর্মী যে	বহুব্রীহি সমাস
৩০৯.	সহোদর	সমান উদর যার	বহুব্রীহি সমাস
৩১০.	সিঁদুররাঙা	সিঁদুরের ন্যায় রাঙা	উপমান কর্মধারয় সমাস
৩১১.	সিঙ্ঘুনীর	সিঙ্ঘুর নীর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
৩১২.	সিংহপুরুষ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় সমাস
৩১৩.	সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
৩১৪.	সুগন্ধি	সুগন্ধ আছে যার	বহুব্রীহি সমাস
৩১৫.	সুরাসুর	সুর ও অসুর	দ্বন্দ্ব সমাস
৩১৬.	সুহৃদ	সুন্দর হৃদয় যার	বহুব্রীহি সমাস
৩১৭.	সেচনকলস	সেচনের নিমিত্ত কলস	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
৩১৮.	সেতার	সে/ তিন তারের সমাহার	দ্বিগু সমাস
৩১৯.	সেতার	সে/ তিন তার যার	বহুব্রীহি সমাস
৩২০.	সোনারূপা	সোনা ও রূপা	দ্বন্দ্ব সমাস
৩২১.	সৈন্য-সামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব সমাস
৩২২.	স্বর্গভ্রষ্ট	স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস
৩২৩.	স্বভাবসিদ্ধ	স্বভাব দ্বারা সিদ্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
৩২৪.	হরদম	দম দম	অব্যয়ীভাব সমাস
৩২৫.	হররোজ	রোজ রোজ	অব্যয়ীভাব সমাস
৩২৬.	হাঘর	ঘরের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস
৩২৭.	হাঘরে	ঘরের অভাব যার	বহুব্রীহি সমাস
৩২৮.	হাটবাজার	হাট ও বাজার	দ্বন্দ্ব সমাস
৩২৯.	হাতাহাতি	হাতে হাতে যে লড়াই	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
৩৩০.	হাতে খড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস
৩৩১.	হাতে খড়ি	হাতে খড়ি দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	অলুক বহুব্রীহি সমাস
৩৩২.	হাতে ছড়ি	হাতে ছড়ি যার	অলুক বহুব্রীহি সমাস
৩৩৩.	হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব সমাস
৩৩৪.	হাভাতে	ভাতের অভাব যার	বহুব্রীহি সমাস
৩৩৫.	হাসাহাসি	হাসিতে হাসিতে যে কর্ম	ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস